

সেহেতু, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৯৩(১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি নিম্নরূপ অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারী করিলেনঃ—

প্রথম অধ্যায়
প্রারম্ভিক

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।—(১) এই অধ্যাদেশ জাতীয় মানবাধিকার কমিশন অধ্যাদেশ, ২০০৭ নামে অভিহিত হইবে।

(২) সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যেই তারিখ নির্ধারণ করিবে সেই তারিখে ইহা বলবৎ হইবে।

২। সংজ্ঞা।—বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই অধ্যাদেশে—

- (ক) “কমিশন” অর্থ জাতীয় মানবাধিকার কমিশন;
- (খ) “চেয়ারম্যান” অর্থ কমিশনের চেয়ারম্যান এবং চেয়ারম্যান হিসাবে দায়িত্ব পালনরত কোন ব্যক্তি;
- (গ) “জনসেবক” অর্থ দণ্ডবিধির section 21 এ public servant যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে জনসেবক;
- (ঘ) “দণ্ডবিধি” অর্থ Penal Code, 1860 (XL V of 1860);
- (ঙ) “বিধি” অর্থ এই অধ্যাদেশের অধীন প্রণীত বিধি;
- (চ) “মানবাধিকার” অর্থ সংবিধানের তৃতীয় ভাগে ঘোষিত মৌলিক অধিকার এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ কর্তৃক অনুসমর্থিত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দলিলে ঘোষিত মানবাধিকার, যাহা প্রচলিত আইন দ্বারা স্বীকৃত;
- (ছ) “সদস্য” অর্থ কমিশনের কোন সদস্য এবং চেয়ারম্যানও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবেন;
- (জ) “সাক্ষ্য আইন” অর্থ Evidence Act, 1872 (I of 1872);
- (ঝ) “সংবিধান” অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান।

দ্বিতীয় অধ্যায়

মানবাধিকার কমিশন প্রতিষ্ঠা

৩। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন প্রতিষ্ঠা।—(১) এই অধ্যাদেশ বলবৎ হইবার পর, যতশীঘ্র সম্ভব, এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে এবং উহার বিধান অনুসারে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন নামে একটি কমিশন প্রতিষ্ঠিত হইবে।

(২) কমিশন একটি সংবিধিবদ্ধ স্বাধীন সংস্থা হইবে এবং উহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা থাকিবে এবং এই অধ্যাদেশের বিধানাবলী সাপেক্ষে, ইহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার এবং হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে এবং ইহার নামে ইহা মামলা দায়ের করিতে পারিবে বা ইহার বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা যাইবে।

(৩) কমিশনের একটি সীলমোহর থাকিবে, যাহা কমিশনের সচিবের হেফাজতে থাকিবে।